W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

110/SMC/17.

16-03-2017

Enclosed is the news item clipping of the Sambad Pratidin, a Bengali daily dated 16th March, 2017, the news is captioned "বাঁকুড়া মেডিক্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগ - কেমো না করে নার্সিংহোমে রোগী"

Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to submit a detailed report about the incident within 28th April, 2017 enclosing there to : -

(a) Full address and particulars of the patient suffering from cancer.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl : News Item dt.16-03-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

বাঁকুড়া মেডিক্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কেমো না করে নার্সিংহোমে রোগী

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : ক্যানসার আক্রান্ত এক রোগীকে কেমোথেরাপি না করে এক নার্সিংহোমে পাঠানোর অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে। বাধ্য হয়ে গাঁটের কড়ি খরচ করে বাইরের নার্সিংহোমে প্রথম কেমোটি নেন ক্যানসার আক্রান্ত ওই রোগী। পরে জেলা পরিষদ সভাধিপতির হস্তক্ষেপে বাঁকুড়া মেডিক্যালেই রোগীর দ্বিতীয় কেমোটি হয়। হাসপাতালের তালিকায় নাম না থাকাতেই রোগীর কেমোথেরাপি করা যায়নি বলে সাফাই দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার ভিমাড়া গ্রামে প্রণব ঘোষ নামে এক ব্যক্তির রেক্টামে ক্যানসার হয়। দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিনি শল্য চিকিৎসা করান। শল্য চিকিৎসার পর তাঁকে কেমোথেরাপি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজ্যে ফিরে গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রণববাবু বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে কেমো নিতে যান। সেই সময় ক্যানসার ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন চিকিৎসক অভিজিৎ দে। অভিযোগ, ওই চিকিৎসক প্রণববাবুর কেমো না করে এক নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ১৪ হাজার টাকা খরচ করে তাঁকে প্রথম কেমোটি নিতে হয়। প্রণববাবুকে পাঁচটি কেমো নিতে হবে। নার্সিংহোমে এত টাকা খরচ করে কেমো নেওয়ার সামর্থ নেই তাঁর। বুধবার দ্বিতীয় কেমো নিতে প্রণব ঘোষ ফের বাঁকুড়া মেডিক্যালে আসেন। কিন্তু এদিনও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হন। শেষ পর্যন্ত অরূপবাবুর হস্তক্ষেপেই বাঁকুড়া মেডিক্যালে প্রণববাবুর দ্বিতীয় কেমোটি হয়।

এ প্রসঙ্গে প্রণববাবু বলেন, "বাইরে অত টাকা খরচ করে কেমা নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই বুধবার ফের বাঁকুড়া মেডিক্যালে আসি। কিন্তু এদিনও আমাকে প্রথমে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।" বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সভাধিপতি

ক্যানসার আক্রান্ত রোগী।

অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বারবার বিতর্কে জড়াচ্ছে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়ে নার্সিংহোমে পাঠাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এটা বরদাস্ত করা হবে না।" প্রণববাবুকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন রেডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক অভিজিৎ দে। তিনি বলেন, "প্রণববাবু প্রথম থেকেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তাঁর নাম হাসপাতালের তালিকায় নথিভুক্ত নেই। তাই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" রেডিওলজির বিভাগীয় প্রধান অসিতাভ রায় বলেন, "ওই রোগীকে নার্সিংহোমে পাঠানো হয়নি। তবে বাইরে চিকিৎসা করাতে বলা হয়েছিল।"

কেন চিকিৎসা করাতে আসা একজন রোগীকে সরকারি হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, তার কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, "বুধবার প্রণববাবুকে কেমো দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া মেডিক্যালে গড়ে ২৫-৩০ জন রোগীর কেমোথেরাপি করা হয়। ওই রোগীর রেজিস্টারে নাম না থাকায় সমস্যা হয়েছিল।"